# স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার স্বাক্ষর জালিয়াতি এএসপি শাহাবুদ্দীন কারাগারে

ছবি: সংগৃহীত

সাবেক স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার স্বাক্ষর জাল করে গরু আমদানির অনুমোদনপত্র তৈরির অভিযোগের মামলায় সাময়িক বহিষ্কৃত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) শাহাবুদ্দীন আহমদকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসাইনের আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন শাহাবুদ্দীন। শুনানি শেষে আদালত জামিন আবেদন নাকচ করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, কক্সবাজারের শাহপরীর দ্বীপ করিডোর দিয়ে মিয়ানমার থেকে গরু আমদানির কার্যক্রম ২০১৯ সালের পর বন্ধ ছিল। পরে তা পুনরায় চালুর উদ্যোগের মধ্যে ব্যবসায়ী আলাউদ্দিন রবিনের কাছে সরকারি অনুমোদন পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে যোগাযোগ করেন খোরশেদ আলম। তার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন দেখিয়ে পাঁচ লাখ গরু আমদানির একটি ভুয়া মঞ্জুরিপত্র দেওয়া হয়। পরে মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে রবিন জানতে পারেন, এমন কোনো আবেদনই জমা পড়েনি।

এ ঘটনায় পল্লবী থানায় মামলা হলে তদন্ত শেষে পাঁচজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয় ডিবি। পরে সিআইডির তদন্তে এএসপি শাহাবুদ্দীনের সম্পৃক্ততার তথ্য উঠে আসে। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, তার ব্যবহৃত হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে ভুয়া আবেদন ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার স্বাক্ষরযুক্ত নথি চক্রের অন্য সদস্যদের কাছে পাঠানো হতো।

তদন্তে আরও উঠে আসে, শাহাবুদ্দীন অন্যের নামে নিবন্ধিত সিম ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতেন। তার সঙ্গে জাফর ইকবালের কথোপকথনে সরকারি কর্মকর্তাদের বদলি সংক্রান্ত সুপারিশের তথ্যও পাওয়া যায়। ভুয়া নথিতে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট উপসচিবের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছিল বলে তদন্তে নিশ্চিত হওয়া যায়।

মামলায় জাফর ইকবাল ওরফে রাঙ্গা, মো. আব্দুল্লাহ জাবেদ, খোরশেদ আলম, শাহাবুদ্দীন আহমদ ও মো. হযরত আলীকে আসামি করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১ ও ১০৯ ধারায় অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিট-খাটাল কী: সীমান্ত দিয়ে আমদানি করা গবাদিপশু নির্ধারণ, ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব আদায়ের জন্য সীমান্তবর্তী যে স্থানে পশু রাখা হয় তাকে বিট, খাটাল বা বিট-খাটাল বলা হয়।